মালতীলতা

গার্গী ভট্টাচার্য

মালতীলতা

গার্গী ভট্টাচার্য

COPYRIGHTED MATERIAL

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

Mahavatar Babaji & the Golden Body of Light

আমার পার্থিব জগতে একবার দীক্ষা হয় এক গুরুর কাছে যিনি লাহিড়ি মহাশয় ও বাবাজীর ঘরণায় দীক্ষা দিতেন। দুর্গাপুরে বাস করতেন। এখন জীবিত নেই। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন উনি। পরে আমার বিয়ের পরে আমি রমণ আশ্রমে আসি আমার পতিদেবের সাথে যিনি আগে থেকেই এখানে আসতেন।

টাটার বহু প্রতিভাবান অফিসারকে তুকতাক করে মেরেছে আইভি ও তার পতিদেব সন্দীপ। তাই আজ শনিদেব ওদের সাজা দিয়েছেন। এই শনিদেব কে জানেন নিশ্চয়ই!

উনি আর কেউ নন ওনার পার্থিব জন্ম হল রতন টাটা রূপে। কেবল আইভি আর সন্দীপ সেটা জানতো না তাই টাটার হেড কোয়ার্টার জামশেদ্‌পুরে বসে বসে ক্রমাগত মেরে চলেছিলো এক একজন সম্ভাবনাময়

অফিসারদের । রুশি মোদী হতে সক্ষম এমন সমস্ত ম্যানেজারদের খতম করে করে এগিয়ে চলেছিলো সন্দীপ ও আইভি তাদের রেইকি চেম্বারে বসে বসে রেইকি মাদারের নাম করে ইচ্ছেনুড়ি সাঁওতালি দেবতার সাহায্য নিয়ে ।

এই শয়তান আইভি আমার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই জিনিস লিখে চলেছে সমাজে । ওর প্রচার তন্ত্রের মাধ্যমে । ওর জিহ্বা বড্ড বেশি চলেছে তাই বক্রতুন্ড গণেশজী ওর জিহ্বা কেটে নেবেন এবার । গতকাল এক দুর্ঘটনায় ওর স্বামী সন্দীপের নিদারুণ মৃত্যু হয়েছে । টাটার ইলেকট্রিক গাড়ি করে চলাচল করা এই শয়তান সন্দীপ এক হেভি ভেহিকেলের ধাক্কাতে নিহত হয় ঝাড়খন্ডের রাস্তাতে । ওর বডি শতাধিক টুকরো হয়ে গেছে কারণ ঐ ইলেকট্রিক ভেহিকেল এমন ব্লাস্ট হয়েছে যে পুছো মাত্ । এইসব ইলেকট্রিক গাড়ির এমনই ভাগ্য যে কলিশান হলে এমনই দশা হয় যে

ব্লাস্ট করে যায় অথচ চালিয়াৎ সন্দীপ কোনো রিসার্চ না করেই এই গাড়ি কিনে বসে । আসলে এটা হল ভগবানের শাস্তি দেওয়া । এত মানুষের ক্ষতি করেছে ওরা যে এমন দশা হল শেষে ।আন্তর্জালে জাল পেতে আচেনা লোকের ক্ষতি করা, টাটার কর্মীদের ক্ষতি করা আরো কতকি এবার ঠ্যালা সামলা । আইভি উন্মাদের মত চিল্লিয়ে কাঁদছে আর এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে ও পাগলিনী হয়ে যাবে ও আস্তে আস্তে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে শিকল বদ্ধ হয়ে যাবে ।

ওর জিহ্বা কেটে দেবেন স্বয়ং শনিদেব ।

ওর মুখগহ্বর থেকে লালা নির্গত হবে ও মুখ দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বার হবে । এরপরে ওকে টাটার মিউজিয়ামে রাখা হবে চেন বদ্ধ অবস্থায় । লোকে দূর দুরান্ত থেকে ওকে দেখতে আসবে যে এক মহিলা ও তার স্বামী যারা টাটার দুধে ভাতে ছিলো তারা কিভাবে এই সংস্থার ক্ষতি করতো । ও জীবন্ত এক

দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যে মন্দ কাজ করলে ভগবান তাকে কীভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ও মরে গেলে টাটা ওর এ-আই মডেল বানিয়ে রাখবে ও সেখানে সমস্ত কেচ্ছা কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে শিক্ষা নিতে পারে যে অত্যন্ত বাজে কাজ করলে কেমন ফল হওয়া সম্ভব।

ওরা ব্রহ্ম রাক্ষস , পিশাচ এদের জাগ্রত করতো। কাজেই ওর স্বামীকে এবার ব্রহ্ম রাক্ষস এসে নিয়ে যাবে ওদের লোকে ও অত্যন্ত টর্চার করবে।

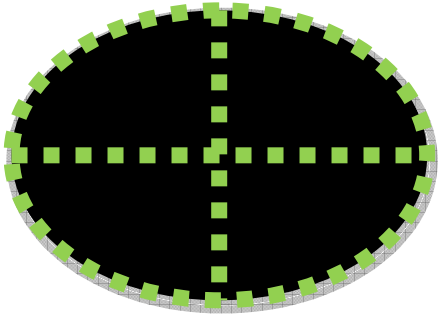

আমি এখন হাসপাতালে বসে বসে এই সব মেসেজ চ্যানেল করছি । আমাকে করতে হচ্ছে কারণ আমার কাছে ডাউনলোড এলে করতেই হয় ।

শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রমে যে লোকটি মহর্ষির ওপরে বহু পুঁথি লিখেছে ও নাম করেছে সে এক বৃটিশ ব্যাক্তি ।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও সে মহর্ষির বড় এক ভক্ত , কারণ সে প্রথম বিশ্বের সুখ সুবিধা ছেড়ে এক গরীব দেশে এসে স্থায়ীভাবে রয়েছে ও তামিল ভাষা অবধি শিখে মহর্ষির বই পড়া শুরু করেছে ও তামিল সমস্ত সন্তদের লেখা পড়েছে অরুণাচল পাহাড়কে নিয়ে এমনই তার ভক্তি কিন্তু সত্য সবসময়ই কড়া । মিঠে নয় । সত্য হল নিম্নপাতার

মতন। এই ডেভিড গডম্যান আদতে এক বৃটিশ স্পাই । গুপ্তচর । ও খিরুভান্নামালাইতে এসে জোটে ভারত সম্পর্কে খবর পাচার করার জন্য। এখান থেকে পন্ডিচেরি কাছে আর অরবিন্দ আশ্রম কাছে । কাজেই দুটি স্থান ও কভার করতে পারবে কারণ এই দুটি স্থানে বহু ভক্ত ও পর্যটক আসে কাজেই বহু তথ্য ও পাচার করতে পারবে ইংল্যান্ডে। এছাড়া আরো আছে মাদুরাই মন্দির , মীণাক্ষী মন্দির আরো নানান ভক্তির জায়গা যা ওর প্রধান লক্ষ্য ছিলো ।ও এমন ব্যাক্তি যে দরকার হলে রমণ আশ্রমকেও নিউক করে দিতে সক্ষম । কারণ ও আদতে এক নাস্তিক লোক । এখন ওর স্যাঙাৎ হল হেনরি।

এবার ডেভিড ধরা পড়ে পালাবার চেষ্টা করবে কারণ ও ভারতের সম্পর্কে টু ম্যাচ ইনফরমেশান গ্যাদার করে ফেলেছে যা ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য খতরনাক্ ও সে এখন ডবল ক্রস করা শুরু করেছে। তাই ওকে আর শনিদেব রাখবেন না; নিয়ে চলে যাবেন কারণ এরচেয়ে বেশি পাপ ও বহন করতে অক্ষম। ভগবান তো পাপীকেও দেখেন , তাদের মঙ্গলটাও দেখেন । কেবল পুণ্যার্থীদের দেখেন এমন নয় । তাই ডেভিডের পার্থিব শরীর আর পাপ ধরতে পারবে না। গলে যাবে এবার । ও পন্ডিচেরি দিয়ে ভাগল্বার চেষ্টা করবে । ওর ফ্রেঞ্চ কানেক্শানগুলিকে অ্যাক্টিভেট করবে । ঋষি অরবিন্দের আশ্রমকে জানাবে। বড়

বড় মানুষের প্রাইভেট জেটগুলো ভাড়া নেবার জন্য আকুতি করবে কিন্তু কেউ দেবেনা । কারণ যদি কেউ দেয়ও না স্বয়ং শনিঠাকুর দায়িত্ব নিয়ে সেইসব প্রাইভেট জেট ডাউন করে দেবেন । কাজেই ডেভিড তু তো গ্যায়া । তোর পাপের ঘড়া ভরে গেছে । এবার ভাগ্ । অনেক শয়তানি করেছিস্ । ভগবানের মতন মহাপুরুষের আশ্রমে মুখোশ পড়ে বসে অনেক তো হল এবার ওখান থেকে পাততাড়ি গুটা । যত তাড়াতাড়ি পারিস্ । নাহলে তোকে মেরে তাড়াতে কতক্ষণ ?

ভারত স্বাধীন হয়েছে কতদিন হল ?

আর তুই তো একা এক বৃটিশ !

ঋষি অরবিন্দও কিন্তু সেই বৃটিশদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতেন মনে রাখিস্ ।

লক্ষ্মণ স্বামী আমার স্বামীকে নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে । কিন্তু জেনে রাখ ওরে পাষন্ড যার কেউ নেই তার স্বয়ং ভগবান আছেন ।

আর তুই যে মনে করিস্ আমি এক বাঙ্গালি কোথা থেকে এসেছি , উড়ে এসে জুড়ে বসেছি তা তুই কোন তামিল রে ?

তুইও তো গুন্টুর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস্ তাইনা ?

নাকি গুন্টুর তামিলনাড়ুর ভেতরে ?

জিওগ্রাফিটা ভালো করে পড়া হয়নি নাকি সেই বছর ইম্পর্ট্যান্ট ছিলো না ?

আর তুই নাকি স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে ধ্যান করা শিখেছিস্ ?

স্বামীজি কি তেলেগু ছিলেন নাকি রে ?

নাকি ইতিহাসেও পাতিহাস । মূর্খ বদ্‌তান্ত্রিক লক্ষ্মণ স্বামী ?

পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ দেবের সাথী হলেন সারদা মা । লক্ষ্মণ স্বামীর সাথী সারদাম্মা নয় । এটা প্রকৃতিও মানে । কাজেই ইন্টার্নেটে কেউ সার্চ করলে উপরিউক্ত প্রথম ক্ষেত্রে কোটি কোটি পাতা খুলে যাবে আর তোর বেলায় বলবে পেজ ৪০৪ ব্যাড গেটওয়ে । আরো সার্চ বটন টিপটে থাকলে ক্রমাগত তখন মেসেজ আসবে , চেক্ ইওর কানেকশন ।

অর্থাৎ তুই আপাদমস্তক এরন্ড সাধু ,
তান্ত্রিক ও অসৎ মানুষ রে শয়তান ।
এবার মহাজগতের গুলি খা ।

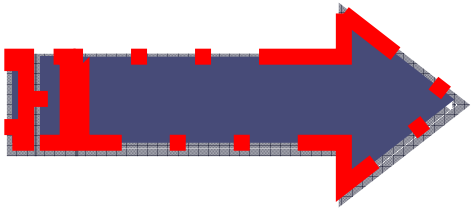

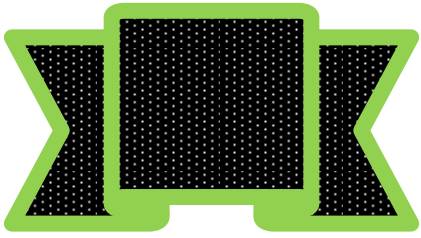

সমাপ্ত